‘হস্তক্ষেপ ব্যতীত’ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসাবাদ

মায়ানমার বিষয়ক নীতি পরিকল্পনায় ন্যায় ও দায়বদ্ধতা অন্তর্ভুক্তির ন্যায্যতা অনুসন্ধান

আলোচনার সারাংশ

2023-এর ফেব্রুয়ারিতে, এশিয়া জাস্টিস কোয়ালিশন (AJC) সচিবালয় ও সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস, BRAC ইউনিভার্সিটি (CPJ) দু'টি রুদ্ধদ্বার আলোচনার আয়োজন করেছিল দায়মুক্তি ও মায়ানমার সম্পর্কিত নীতি আলোচনাগুলিতে ব্যবহৃত যুক্ত ও ভাষা নিয়ে একটি বিস্তারিত অধ্যয়ন প্রস্তুত করার জন্য। এই অধ্যয়ন জানতে চেয়েছে যে দীর্ঘ দিন ধরে চলতে থাকা সংকটের প্রতি বৃহত্তর নীতি পন্থায় আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়াগুলিকে[1] কি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং তা কী ভাবে করা যেতে পারে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন ASEAN রিজিওনাল ফোরাম সদস্য হিসাবে থাকা এবং দক্ষিণ এশিয়া থেকে আসা মানবিকতাবাদী, বিদ্যায়তনিক, ও আইনজীবীগণ। এখানে উপস্থাপিত দৃষ্টিভঙ্গিগুলি সরাসরি দুটি দলগত আলোচনা থেকে নেওয়া হয়েছে। যাঁরা নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন তাঁদের প্রতি এই গবেষণার দলটি ঋণী। এর ফলাফলের সারাংশ নীচে দেওয়া হল।

দীর্ঘ দিন চলতে থাকা সংকটের প্রতি নীতি পরিকল্পনা হিসাবে ‘ন্যায়’ ও ‘দায়বদ্ধতা’-র প্রাসঙ্গিকতা

অতিরিক্ত কোনও সংজ্ঞা ছাড়াই ‘ন্যায় ও দায়বদ্ধতা’ হল দার্শনিক ধারণা। পরবর্তী অনুসন্ধানের আগে প্রথমে স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন যে ‘কীসের জন্য ন্যায়’, ‘কার জন্য ন্যায়’, ‘কাকে দায়বদ্ধ বলে ধরা হবে’, এবং ‘কার জন্য দায়বদ্ধতা’। গুরুত্বপূর্ণ ভাবে, ‘ন্যায়বিচার’ মানে কেবল আদালত ভিত্তিক প্রক্রিয়াগুলি নয়— ‘ন্যায়বিচার’-কে সামগ্রিক ভাবে বোঝার মধ্যে রয়েছে, যেমন, একজনকে তার নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার মতো পরিস্থিতি নিশ্চিত করা।

এই অঞ্চলটিতে বিচার ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস আছে। সেটি হল, আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচার পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া। আন্তর্জাতিক অপরাধগুলির নিষ্পত্তি করার জন্য এতদিন ধরে এশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনাল, আন্তর্জাতিক অপরাধগুলির জন্য হাইব্রিড ট্রাইবুনাল, ও দেশীয় পদ্ধতির স্থান হয়ে এসেছে। অবশ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ট্রাইবুনালগুলি বাদে, দেশীয় নাগরিক সংক্রান্ত মামলাগুলির শুনানি হওয়ার উদাহরণ নেই বললেই চলে। তা সত্ত্বেও, আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে দায়মুক্তির নিষ্পত্তির জন্য আগ্রহ ও ক্ষমতা বৃদ্ধির উদাহরণ রয়েছে, সেই সঙ্গে রোহিঙ্গিয়াদের জন্য তৃণমূল স্তরে বিচার প্রয়াসে বাংলাধেশি উকিলদের বৃহত্তর অংশগ্রহণ এবং এই অঞ্চলটিতে বিশ্বজনীন বিচার মামলা দায়ের হচ্ছে।

নীতি নির্ধারকগণ তাঁদের নীতি পন্থার অংশ হিসাবে আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়াগুলিকে অগ্রাধিকার না-ও দিতে পারেন। এর পিছনে রয়েছে নানা কারণ। এগুলিকে মোটামুটি ভাবে **‘বাস্তব অন্তরায়’** (যা আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়া, সেই সঙ্গে আদালত প্রক্রিয়ার স্বরূপের সঙ্গে সম্পর্কিত) ও **‘উৎপন্ন অন্তরায়’** (সংকট নিজেই কী ভাবে আলোচিত হয় এবং কার উপর সংকটের প্রভাব পড়বে বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত) হিসাবে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়েছে।

বাস্তব অন্তরায়

দক্ষতা ও অনির্দেশ্য: আদালতের প্রক্রিয়াগুলি দীর্ঘ ও খরচ সাপেক্ষ হয়। যা ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ’ ও বিচার প্রক্রিয়ার প্রেক্ষিতে বহু গুণ বেড়ে যায়, যেখানে জটিলতা এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় সাক্ষী ও সাক্ষ্যের নিছক সংখ্যাও অনেক বেশি। এর

[1] আমরা এই সারাংশ নোটের জন্য 'আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়া'গুলিকে আদালত-ভিত্তিক প্রক্রিয়াগুলিতে সীমাবদ্ধ করেছি।

ফলাফলগুলিকেও অনুমান করা কঠিন। ভুক্তভোগী ও সাধারণ মানুষও এই ধরনের প্রক্রিয়াগুলিকে অকার্যকর বলে মনে করতে পারেন।

দেশীয় আইনি ব্যবস্থার স্বাস্থ্য: বিচার প্রক্রিয়াগুলির উপর দেশীয় রাজনৈতিক বা বিচার ব্যবস্থার শক্তি ও দুর্বলতার (যেমন, দুর্নীতি, নির্দিষ্ট কিছু অপরাধের দায়মুক্তি) প্রভাব পড়ে।

উৎপন্ন অন্তরায়

দেশীয় ভাবে অপরাধী করা ও অপর করে দেওয়া: আশ্রয়দাতা দেশগুলিতে জেনোফোবিয়া বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক অপরাধগুলির শিকার লোকেদের 'অপর' করে দেওয়া হয়। এটি বড় করে দেখানো হয়, মায়ানমারে সংকট অব্যাহত থাকার ফলে, আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়গুলি, আশ্রয়দাতা দেশগুলি 'ক্লান্তি' অনুভব করছে, এমনকি আন্তর্জাতিক দাতাগণও হয়তো 'অনির্দিষ্টকাল ধরে আক্রান্তদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব আর নিতে চাইছেন না'।

সার্বভৌমত্ব ও অ-হস্তক্ষেপ: 'সার্বভৌমত্ব' ও 'অ-হস্তক্ষেপ'-এর আন্তর্জাতিক আইনি নীতিগুলির উপর রাষ্ট্রগুলির নির্ভরতার মধ্যে এই সম্ভাবনা রয়েছে যে এটি হল আরও শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণকে এড়িয়ে চলা বা নিয়ন্ত্রণের নব্য-ঔপনিবেশিক রূপকে পিছনে ঠেলে দেওয়া।

পরবর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রাসঙ্গিক (অ-)অনুপ্রেরণাদায়ক দিকগুলি

'**রাষ্ট্রের স্বার্থ**' (অর্থনীতি ও বাণিজ্য, কূটনৈতিক স্থিতি বা রাজনৈতিক পুঁজি, ও নিরাপত্তা) ও '**রাষ্ট্রের মূল্যবোধ**' (ইতিহাস ও নির্মিত পরিচয়) হয়তো আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পক্ষে বা বিপক্ষে বিবেচনা করতে পারে। তদুপরি, **রাষ্ট্রের স্বার্থ ও মূল্যবোধগুলি আলাদা-আলাদা ভাবে কাজ করে না— বরং, তারা সিদ্ধান্ত-গ্রহণকে তথ্য দেওয়ার জন্য অনবরত 'পরস্পরকে বিভক্ত করে ও পারস্পরিক বিনিময় করে'।**

রাষ্ট্রের স্বার্থ

অর্থনীতি ও বাণিজ্য: মায়ানমারের সেনা কর্মীদের উপর বিচার চালালে যে-কোনও বর্তমান দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্কগুলিকে; এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, রোহিঙ্গিয়াদের সুরক্ষিত ভাবে দেশে পাঠানোর ব্যাপারে যে-কোনও চলতি দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনাকে কী ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, তা নিয়ে উদ্বেগ। অন্যান্য সরকারের সঙ্গে মায়ানমারের জুন্টার সম্পর্ক এবং চিনের সঙ্গে যে-কোনও সম্ভাব্য সংঘর্ষ হল বাধাদায়ক দিক।

কূটনৈতিক স্থিতি: বাংলাদেশের মতো শরণার্থী-আশ্রয়দাতা দেশগুলির কাছে আন্তর্জাতিক অপরাধগুলির শিকার রোহিঙ্গিয়াদের জন্য বিচারের পক্ষে কথা বলার জন্য যে কূটনৈতিক সাধনী ও রাজনৈতিক পুঁজি রয়েছে তা সীমিত, কেননা এই দেশগুলিকে সাধারণত বিশ্বশক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্কে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়, এই শক্তিধর দেশগুলির যে শুধুই নিজস্ব ভূ-কৌশলী স্বার্থই আছে তা নয়, বরং প্রচলিত ভাবে তারা প্রধান দাতা হিসাবে নিয়ন্ত্রণ গড়ে তোলা ও মানবতাবাদী তহবিলেরও জোগান দেয়।

নিরাপত্তা: মানব ও মাদক পাচার বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রগুলির সীমান্তগুলিতে অনেক বেশি অস্থিরতা আনুষ্ঠানিক বিচার প্রয়াসের সপক্ষে বিবেচনার সম্ভাবনা হতে পারে। অবশ্য, এই ধরনের পথে নিরাপত্তাকে সেই সব শরণার্থীদের বহিষ্কার করার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার ঝুঁকি আছে যাঁরা আশ্রয় প্রার্থনা করছেন।

রাষ্ট্রের মূল্যবোধ

ইতিহাস: একই ধরনের সংকট নিয়ে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা আনুষ্ঠানিক বিচারের পক্ষে বিবেচনা হয়ে উঠতে পারে। তবুও, ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস এই অর্থ প্রকাশ করতে পারে যে উত্তর বিশ্ব, বিশেষ করে পূর্বতন ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি, যখন দায়মুক্তি নিয়ে পদক্ষেপের আহ্বান জানায় তখন সেটিকে এই ভাবে দেখা হতে পারে যে অধিক শক্তিশালী কর্তারা দায়িত্ব পরিত্যাগ করে তাদের উপর দোষ চাপাচ্ছে যারা ওই অঞ্চলটিতে থাকে।

মানবিক প্রয়োজনীয়তা বনাম কূটনীতি: রাষ্ট্রের মূল্যবোধগুলি 'আইনের শাসন', 'মানবাধিকার রক্ষা ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান', ও 'মৈত্রী ও সহযোগিতা'-র প্রতি আবেদনে প্রতিফলিত হতে পারে। এই মূল্যবোধগুলি একে অপরের বিপরীতে যেতে

পারে— 'মানবাধিকার রক্ষার প্রতি সম্মান' হয়তো আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দায়মুক্তির নিষ্পত্তির পক্ষে বিবেচনা করবে, অন্যদিকে, 'মৈত্রী ও সহযোগিতা' হয়তো ওই অধিকারগুলিরই বিরুদ্ধে বিবেচনা করবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবস্থা: অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দিষ্ট একটি বিন্দুর পর নীতি নির্ধারকগণ হয়তো শুধুমাত্র 'মূল্যবোধগুলিকে' বিবেচনা করে— তেমন সময় না-আসা পর্যন্ত, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার স্বার্থগুলির অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

গবেষণার পরবর্তী পর্যায়

দেশীয় ও আঞ্চলিক নীতি আলোচনাগুলিতে ন্যায়বিচার ও দায়বদ্ধতাকে কেন্দ্রের নিয়ে আসার জন্য পন্থাগুলিতে তথ্য দিতে দীর্ঘতর এই গবেষণা অধ্যয়নটি ডেস্ক গবেষণা গুণগত সাক্ষাৎকার ব্যবহার করবে। একটি প্রত্যাশিত ফলিত গবেষণার ফলাফল হল সেই নাগরিক সমাজের জন্য পথ-নির্দেশ গড়ে তোলা যারা আন্তর্জাতিক অপরাধগুলির বিচারের সপক্ষে কথা বলেন। 'রাষ্ট্রের স্বার্থ' বা 'রাষ্ট্রের মূল্যবোধ' বুঝতে পারার *মধ্যে* অভিন্ন দিকগুলিকে ধারণাগত ভাবে পৃথক করে, এই আশা করা হয়েছে যে নাগরিক সমাজ নিজের উত্থাপিত যে-কোনও সমাহারে এই দিকগুলির নিষ্পত্তি করার জন্য আরও ভাল করে পক্ষ সমর্থনের কৌশলগুলি গ্রহণ করার কাজ করবেন তখন তাদেরকে এই গবেষণা সহায়তা করবে।